বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (বিপিডবিস্নউএন) এর সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা ঃ

মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,
ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা।

২০০৮ সালের ২১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক পুলিশের সকল পর্যায়ের নারী সদস্যদের পেশাগত দড়্গতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক যোগাযোগ, কর্মড়্গেত্রে নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লড়্গ্য সমূহ বাস্তবায়নের ধারবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ সিলেট রেঞ্জ ও সিলেট মেট্রোপলিটনের বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপিডবিস্নউএন এর কার্যনির্বাহী কমিটির ৩ সদস্য জনাব মিলিবিশ্বাস, পিপিএম, ডিআইজি (ফিন্যান্স), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ও সভাপতি বিপিডবিস্নউএন, রেবেকা সুলতানা, এআইজি ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ও সহ-সভাপতি বিপিডবিস্নউএন এবং মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা ও অর্থ সম্পাদক বিপিডবিস্নউএন এর সমন্বয়ে গঠিত টীম বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতির দিক নির্দেশনাক্রমে সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পিআরপি উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

গত ১৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা সিলেটে জেলা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মিলি বিশ্বাস, পিপিএম, ডিআইজি (ফিন্যান্স) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ও সভাপতি বিপিডবিস্নউএন। এছাড়া সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিপিএম, ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ, সিলেট, জনাব মোঃ কামরম্নল হাসান, পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট এবং জনাব নূরে আলম মিয়া, পিপিএম, পুলিশ সুপার, সিলেট। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ফাল্গুনী পুরকায়স্থ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং স্কুল, হবিগঞ্জ, জেলা। সভায় সিলেট রেঞ্জ ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ৮০ জন নারী পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় বিপিডবিস্নউএন এর তথ্য সম্লিত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম(ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা। বিপিডবিস্নউএন এর লড়্গ্য, উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম (২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত), বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের অগ্রযাত্রা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট তথ্য উপস্থাপন করেন মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা। এর পর বিপিডবিস্নউএন এর থিম সং এর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয়।

বিশেষ অতিথি জনাব নূরে আলম মিয়া, পিপিএম, পুলিশ সুপার, সিলেট তার বক্তব্যে- সিলেট বিভাগে প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পুলিশিং কর্মকান্ডে নারীর অবদান ও গুরম্নত্ব, দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বর্তমানে খুবই আশাব্যঞ্জক এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিপিডবিস্নউএন এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ কামরম্নল হাসান, পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট তার বক্তব্যে বলেন- পুলিশে কর্মরত নারীদের উৎসাহ প্রদান ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিপিডবিস্নএন এর গুরম্নত্বের কথা বলেন। বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নারী পুলিশদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনা ও মোটিভেশনের উপর গুরম্নত্ব আরোপ করেন। নারী পুলিশ সদস্যদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য বিপিডবিস্নউএন আরো প্রোগ্রাম আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিপিএম, ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ, সিলেট- প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকারসহ সকল ড়্গেত্রে নারীদের অংশগহণকে উৎসাহজনক বলে অভিহিত করেন। তিনি নারী পুলিশ সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নারী পুলিশ সদস্যদের তদন্ত ও দাঙ্গা মোকাবেলায় দড়্গাতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিড়্গাণের আহ্বান করেন। তিনি বিভাগীয় পর্যায়ে নারী পুলিশ সদস্যদের ড্রাইভিং ও কম্পিউটার বিষয়ে ট্রেনিং এর আয়োজন করার অনুরোধ করে। তিনি নারী পুলিশ সদস্যদের নিয়োগ বৃদ্ধিসহ তাদের দড়্গা করে গড়ে তোলার জন্য বিপিডবিস্নউএন এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি থানা পর্যায়ে নারী এসআই, এএসআই ও কনস্টেবল প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সকলকে ধন্যবাদ ও বিপিডবিস্নউএন এর সমৃদ্ধি কামনা করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

প্রধান অতিথি বিপিডবিস্নউএন এর প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ ও পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিপিডবিস্নউএন সৃষ্টির কারণ ও এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। তিনি নারীর ড়্গমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রণী ভূমিকার কথা উলেস্নখ করেন। তিনি নারী পুলিশের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের বিপিডবিস্নউএন এর কার্যক্রমের কথা উলেস্নখ করেন। সভায় আগত নারী পুলিশের আরো দড়্গাতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে জনগণের সেবা প্রদানে নিয়োজিত হবার জন্য আহবান জানান। তিনি নারী পুলিশদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রদান করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিপিডবিস্নউএন এর সহ-সভাপতি রেবেকা সুলতানা মতবিনিময় সভার সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য প্রধান অতিথি রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়, মেট্রোপলিটন কমিশনার, জেলার এসপি সহ সংশিস্নষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিপিডবিস্নউএন এর সিলেট বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মিলিবিশ্বাস, পিপিএম, ডিআইজি (ফিন্যান্স), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ও সভাপতি বিপিডবিস্নউএন ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিপিডবিস্নউএন কর্তৃক আয়োজিত কর্মড়্গোত্রে নারী পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক বিপিডবিস্নউএন এর সিলেট রেঞ্জ ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার লড়্গ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি নতুনভাবে গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-

১. ফাল্গুনী পুরকায়স্থ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং স্কুল, হবিগঞ্জ জেলা- সভাপতি

২. সাথী রানী শর্মা, এএসপি- এসি ফাইনেন্স, এসএমপি, সিলেট, সহ-সভাপতি

৩. মাসুদা বেগম, ইন্সপেক্টর (তদন্ত), সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ জেলা-সদস্য সচিব

৪. এলিনোর লিন্ডা গ্রান্ট, পিএসআই, সুনামগঞ্জ জেলা- সদস্য।

৫. রিংকু রানী দাস, এসআই, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, এসএমপি, সিলেট - সদস্য।

৬. রাজমিনা আক্তার, এএসআই, শাহপরান থানা, এসএমপি, সিলেট- সদস্য।

৭. মাসুদা পারভীন, কনস্টেবল, জেলা পুলিশ লাইন্স, সিলেট জেলা- সদস্য

৮. জোসনা রানী সাহা, কনস্টেবল/১২৭৫, এসএমপি, সিলেট- সদস্য।

মঞ্চে উপবিষ্ট , বিপিডবিস্নউএন এর কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় উত্থাপিত সমস্যা, উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ মালাঃ

সিলেট আঞ্চলিক মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন পদ মর্যাদার নারী পুলিশের কাছ থেকে উত্থাপিত সমস্যা সমূহের সংড়্গিপ্ত চিত্র ও উত্তরনের উপায় নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১। থানায় ভাল মামলা দেওয়া হয় নাঃ

মতবিনিময় সভায় আগত নারী পুলিশ সদস্যবৃন্দ জানান, থানায় গুরম্নত্বপূর্ণ মামলা পুরম্নষ পুলিশদের দেওয়া হয় কিন্তু নারী পুলিশদের দেওয়া হয় না। নারী পুলিশের কর্মদড়্গতা বৃদ্ধির জন্য গুরম্নত্বপূর্ণ মামলাগুলো তদমত্ম করলে তাদের দড়্গতা বৃদ্ধি পাবে বলে উলেস্নখ করেন।

উত্তরনের উপায় ঃ

বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতি মহোদয় সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি এবং সিলেট মেট্রোপলিটনের কমিশনার বরাবর উপরোক্ত বিষয় গুরম্নত্বারূপ করে পত্র প্রেরণ করবেন।

২। আবাসন ও বাথরম্নম সমস্যা ঃ

মতবিনিময় সভায় আগত নারী প‌ুলিশ সদস্যবৃন্দ প্রায় প্রতিটি জেলা এবং মেট্রোপলিটনে নারী পুলিশের ব্যারাক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উলেস্নখ করেন। নারী পুলিশ দাঙ্গা দমন ও আইন শৃংঙ্খলা রড়্গা করার স্বার্থে রাস্থায় ডিউটি করার

সময় মোবাইল টয়লেটের জন্য প্রস্তাব রাখেন। নারী বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কর্মস্থলে (থানায়) পৃথক বাথরুম ব্যবস্থার বিষয়টিও মতবিনিময় কালে আলোচনায় উপস্থাপিত হয়।

সম্ভাব্য পদক্ষেপঃ

বর্তমান নারী জনবল এবং চাহিদা ভিত্তিক ভবিষ্যতে আরো অধিক নারী পুলিশ নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে নারী বান্ধব কর্মস্থল নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ বিষয়টি বিবেচনা করে নারীদের অধিক পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলাতে নারী ব্যারাক নির্মাণ জরুরী। কর্মস্থল গুলোতে বাথরুম সুব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। নারী ব্যারাক থাকলে বিভিন্ন জেলা হতে ভিআইপি বা অন্য কোন ডিউটিতে আগত নারী পুলিশ নির্বিঘ্নে নারী বান্ধব পরিবেশে নিরাপদে রাত্রি যাপন করতে পারবে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আইজিপি মহোদয় এবং সংশিস্নষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণ বরাবর বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতি মহোদয় প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেন। ঢাকায় সকল বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুলোর সদস্য বৃন্দের অংশগ্রহণে বিপিডবিস্নউএন এর উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩। ড্রাইভিং ও ইংরেজীতে দক্ষতা ঃ-

(ক) মিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য নারী পুলিশ সদস্যরা ইংরেজীতে পারদশা হওয়ার জন্য বিভাগীয় শহর গুলোতে তেমন সুবিধা নেই বলে জানান।

(খ) অনেক সদস্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পদক্ষেপঃ

বিপিডবিস্নউএন ২০১৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতি মহোদয় নারী পুলিশের ইংরেজী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইংরেজী ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং এবং মেয়েদের ড্রাইভিং ট্রেনিং এর ব্যাপারে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় পত্র প্রেরণ করেছেন। ইতোমধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ সংক্রান্তে প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছেন।

সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক মত বিনিময় সভায় নারী পুলিশের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা

৪। প্রমোশন সংক্রান্তস্ত সমস্যা ঃ-

জেলা পুলিশ থেকে আগত একজন নারী সাব-ইন্সপেক্টর জানান, শূন্যপদ থাকা সত্বেও প্রমোশন সংক্রান্তস্ত কাগজপত্র জেলা থেকে প্রেরণ করছেন না। তিনি তার প্রমোশন সংক্রান্তস্ত যাবতীয় কাগজপত্র সভাপতি মহোদয়ের কাছে উপস্থাপন করেন।

সম্ভাব্য পদড়োপঃ

বিপিডবিস্নউএন এর কার্য নির্বাহী কমিটি উক্ত নারী পুলিশের প্রমোশন সংক্রান্তে ইতোমধ্যে টেলিফোনে সংশিস্নষ্ট জেলায় যোগাযোগ করেছেন। পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ থাকলে উক্ত নারী পুলিশের প্রমোশনের বিষয়টি নিয়ে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়কে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক মতবিনিময় সভায় নারী পুলিশের অংশগ্রহণ

সুপারিশঃ

প্রত্যেক জেলা প্রধানকে এ বিষয়টি অবগত করিয়ে ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে নারী পুলিশের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত, ড্রাইভিং, ল্যাংগুয়েজ ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

<u>মতবিনিময় সভা হতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ঃ</u>

১. বিপিডব্লিউএন কর্তৃক চালুকৃত হেল্প লাইন এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্রিফিং এবং বিপিডব্লিউএন তথ্য সম্বলিত ব্রশিওর সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট বিতরণ করা হয়।

২. নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী ও কার্যকরী করতে সিলেট বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি সদস্যদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩. নারী পুলিশের কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিপিডব্লিউএনের সভাপতি বরাবর নারী পুলিশের সিলেট বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি পত্রাকারে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪. যদি সিলেট বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোন সদস্য অন্যত্র বদলী হয়ে যায় তবে বিপিডব্লিউএনের কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবগত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৫. বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক এর প্রতিনিধি দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কাজের সমস্যা ও নারী সদস্যদের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় পুলিশ প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকাকে অবগত করণের পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ।

৬. নারী সদস্যদের UN মিশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করণ ও উৎসাহ প্রদান ও নিজেদের যোগ্য করে তোলার জন্য গাইড লাইন প্রদান ও স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

৭. অধিক পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা উন্নয়নে নারী পুলিশের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা মূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধানদের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮. নারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সমূহ, জাতিসংঘ শান্তি মিশনের সাফল্য সহ IAWP সম্পর্কে অবগত করণ ও ভবিষ্যতে নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয় অবগত করা হয়। তাদের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্ভাবনার ক্ষেত্র সমূহ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় সক্রিয় অংশ গহণের অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় যে, সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের নারী পুলিশ সদ্যদের সাথে মতবিনিময় ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এই নেটওয়ার্কিং এর উদ্যোগে অধিক মিথস্ক্রিয়া ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত নারী পুলিশদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ

পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মপরিবেশকে অধিক অনুকূলে আনয়ন করা যেতে পারে। বিপিডবিস্নউএন এর কার্যক্রমকে আরো বহুমূখী এবং কাযকরী করতে নারী পুলিশের পাশাপাশি সংশিস্নষ্ট ইউনিট প্রধান, বিপিডবিস্নউএনের উপদেষ্টা পরিষদ সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত্ম প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় বিপিডবিস্নউএন তার বহুমূখী কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্ত্মর্জাতিক পর্যায়ে জনগণের সেবা আরো উন্নত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্ত্মজাতিক পরিমন্ডলে আরো সুনাম অর্জন করে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে-এ প্রত্যয়কে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়াক।